৬ জুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–আদালতের বেআইনি রায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে মেধাবী ছাত্রসমাজ। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে গর্জে ওঠে শত কণ্ঠ, যাদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকে: 'বৈষম্যের কবর চাই, মেধাবীদের চাকরি চাই'। রাজপথে যখন শিক্ষার্থীরা ন্যায়ভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে দাঁড়ায়, তখন ফ্যাসিবাদের দোসর, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের ছায়া ভেসে বেড়ায় ক্যাম্পাসে।

স্বাধীনতার অজুহাতে তৈরি করা রাষ্ট্রীয় বৈষম্য আর স্বৈরতন্ত্রের স্থায়ী রূপ–এই প্রজন্ম তা ভাঙতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা জানিয়ে দেয়: মেধার বিরুদ্ধে যে রায়, তা মানি না–বিচারপতির চেয়ার হোক বা গদি, সবকিছুর জবাব মিলবে রাজপথে। আজকের মানববন্ধন ছিল শুধু শুরু, সামনের দিনগুলোতে এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলায়!

৩০ জুন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়–
সিনেট ভবনের সামনে জড়ো হয় এক ঝাঁক প্রতিবাদী মুখ। প্যারিস রোডজুড়ে ধ্বনিত হয় মুক্তির আহ্বান: "এই ব্যবস্থার মেরুদণ্ডে আঘাত করো!"

সাম্যের নামে যে রাষ্ট্র বারবার বৈষম্যের ছদ্মবেশে ফিরে আসে, সেই রাষ্ট্রের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে এবার রাস্তায় নেমেছে রাবির ছাত্রজনতা। তারা বলে দিয়েছে–একজন মানুষ এক জীবনে একবারই কোটা সুবিধা পাবে, বারবার নয়!

"মেধা আর অন্যায়ের সংঘাতে এবার আর মাথা নোয়াবো না"–এই স্লোগান তুলে তারা জানিয়ে দিয়েছে, যারা একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, আর অন্যদিকে প্রজন্মের অধিকার কেড়ে নেয়–তারা ইতিহাসেরই ঘৃণিত সন্ত্রাসী।

ফ্যাসিবাদের দোসর আর নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনগুলোর ছত্রছায়ায় পরিচালিত এই বৈষম্যমূলক কোটানীতির বিরুদ্ধে মানববন্ধন নয়, ছিল এক প্রত্যয়–যেখানে প্রতিটি দাবি ছিল ভবিষ্যতের রূপরেখা।

এই আন্দোলন ছিল অতীতের সঙ্গে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক টানার দাবি–যেখানে পূর্বসূরিরা যেমন লড়েছিলেন, বর্তমান প্রজন্মও তেমন করে ঘোষণা করে: "একবার ঘোষণা দিয়েছিলে, আবার ফিরিয়ে আনলে কেন?"

১ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে জমায়েত হয়েছিলো শতাধিক শিক্ষার্থী–কোটা সংস্কারের দাবিতে।
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহাল বাতিল, সব কোটা ১০ শতাংশের নিচে আনা,
একজন সুবিধাভোগীর একবারই কোটা ব্যবহারের সুযোগ,
আর 'পোষ্য কোটার' মতো অবিচার চিরতরে বাতিল–
এই ছিলো তাদের দৃঢ় দাবি।
তাদের হাতে ছিল প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড–
"মেধাবীদের যাচাই করো, কোটা পদ্ধতি বাতিল করো",
"কোটা প্রথায় বাড়ে দুর্নীতি",
"১৮-এর হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার।"
সেই দিন, সেই দুপুর, সেই রোড–
তরুণ কণ্ঠে উঠেছিল যুক্তির জোর।

৪ জুলাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোড–এখানেই লেখা হয়েছিল নতুন প্রতিবাদের ইতিহাস।

এই রাস্তায় শুধুই পা পড়েনি শিক্ষার্থীদের–পড়েছিল ন্যায়ের দাবিতে প্রতিটি হৃদয়।

প্যারিস রোড আর কোনো সাধারণ ক্যাম্পাস পথ নয়–এখন এটি রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক গর্জে ওঠা বিপ্লবের নাম।

বিপ্লবীরা জড়ো হয়েছিল এক অগ্নিশপথে–দাবি ছিল স্পষ্ট:

- ২০১৮ সালের পরিপত্র পুনর্বহাল করো!
- প্রার্থী না থাকলে শুন্যপদ মেধায় পূরণ করো!
- এক জীবনে কেবল একবার কোটা ব্যবহারের বিধান দাও!
- প্রতি জনশুমারিতে কোটার কার্যকারিতা যাচাই করো!
- আর হ্যাঁ–দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র চাই–অবিলম্বে!

এই প্যারিস রোডে ছাত্রদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল সাহসের সংজ্ঞা, আর মেইন গেট অবরোধ ছিল কেবল সেই স্লোগানের প্রতিধ্বনি।

রাষ্ট্রযন্ত্র যাদের "রাজাকার", "নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন", "সন্ত্রাসী" তকমা দিয়ে দমাতে চেয়েছে–তারাই আজ রচনা করছে নতুন গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের রূপরেখা।

এই ছবিটি সেই মুহূর্তের সাক্ষী–যেখানে বৈষম্যের বুকে ধ্বনিত হয়েছিল মুক্তির প্রথম ধাক্কা।

৪ জুলাই, সকাল ১০টা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে জমায়েত হয়েছিল হাজারো স্বপ্ন।

এটি ছিল কেবল একটি অবস্থান কর্মসূচি নয়–এ এক নীরব জাগরণ, মেধা ও ন্যায়ের পক্ষে ঘোষিত এক বজ্র সংকেত।

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধের ঠিক আগমুহূর্তে, এই প্যারিস রোডেই গর্জে উঠেছিল ছাত্রসমাজ–

"জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে।"

মুষলধারে বৃষ্টিও নিভাতে পারেনি যে আগুন, তা জ্বলেছিল স্লোগানে :

"কোটা না মেধা–মেধাই হোক রাষ্ট্রের মানদণ্ড।"

এই ভিজে-পিচ্ছিল রাস্তায় তারা বসেছিল দৃঢ় হয়ে–কারণ, যে পা প্রতিবাদের মাটিতে পড়ে, সে পা পিছলে পড়ে না–ইতিহাস লেখে।

পতাকার নিচে সেনানী তারুণ্য

৩ জুলাই সকালে হল থেকে বেরিয়ে প্যারিস রোডে জড়ো হয় বিপ্লবীরা,

১১টায় অবরোধ করে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক, ফটকের সামনে বসে, হাতে লাল-সবুজের পতাকা।

যেন আরেক যুদ্ধ, যুদ্ধে নামা একেকজন সেনাপতি–চোখে প্রত্যয়ের আগুন।

স্লোগানে স্লোগানে উঠে আসে স্বপ্নের দাবী–"মেধাবীদের কান্না আর না",

"বৈষম্যের ঠাঁই নাই"–এই উচ্চারণে গড়ে উঠছে নতুন ইতিহাস।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমাদের আদালত, রায়, গুলি কিছুই দমাতে পারেনি এই তরুণদের মিছিল।

তারা জানে–বিজয় না হওয়া পর্যন্ত তাদের পতাকা কখনো নিচে নামবে না।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোটাবিরোধী আন্দোলনের সূচনা পর্ব (৪ জুলাইয়ের বৃষ্টিভেজা সকালে রাজশাহীর রাজপথে নামেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজনতা–নয় কেবল দাবি জানাতে, বরং ফ্যাসিবাদের দোসরদের মুখোশ খুলে দিতে। ঢাকার রায় ঢাকতেই চেয়েছিল যে রায়হানদের রক্ত, সেই রায়ের বিরুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটে গর্জে ওঠে চার দফা বিপ্লবী ঘোষণা।

সড়ক অবরোধ শুধু যান চলাচল থামাতে নয়–এই ছিল মেধার ওপর রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী 'না'। নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন আর সন্ত্রাসীদের ছায়ার ভেতর থেকেও তারা উচ্চারণ করে: "একবার নয়, হাজারবার বলবো–কোটা নয়, ন্যায়ের পথে এগোবো।"

এদিনের দাবিগুলো ছিল বিদ্যমান ফাঁকিগুলো রুদ্ধ করার আহ্বান–তথ্যনির্ভর, ন্যায়সংগত এবং দুর্নীতিমুক্ত আমলাতন্ত্র গঠনের এক বিপ্লবী পরিকল্পনা। এটাই ছিল প্রজন্মের বার্তা– 'আমরা কেবল প্রতিবাদী নই, আমরা নির্মাতা'।

বৃষ্টিতে ভেজা দৃপ্ত প্রতিবাদ

৫ জুলাই সকালের বৃষ্টি যেন প্রতিবাদকে আরও শাণিত করে,

ছাত্রদের স্লোগানে রাজপথ জেগে ওঠে, "ফ্যাসিবাদ নিপাত যাক", "মেধার অবমূল্যায়ন চলবে না"।

ছাতা হাতে কেউ বসে, কেউ ভিজে ভিজে স্লোগান তোলে–তবু কারও পা সরেনি।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের রায় জনগণের প্রত্যাশা ছিন্ন করেছে, আর তাই প্রতিবাদ থামেনি এক মুহূর্ত।

এই ক্যাম্পাসে জন্ম নেয়া আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাজপথে,

কারণ তারা জানে, বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকা মিছিলই ইতিহাস রচনা করে।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমাদের নোংরা রায় আমাদের আদর্শ ধ্বংস করতে পারবে না।

তারা ফ্রেমে নেই, তবু ইতিহাস তাদেরই ক্যামেরায় বাঁধা পড়ে–

৬ জুলাইয়ের জ্বলন্ত দুপুরে যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাজুড়ে 'কোটার কবর' খোঁড়ার স্লোগান, তখন ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন নিঃশব্দ বিপ্লবী।

তীব্র গরম, রাজনৈতিক চাপ, ফ্যাসিবাদের দোসরদের চোখরাঙানি, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী নজরদারি–কিছুই দমাতে পারেনি রাজশাহীর সেই সৎ সাংবাদিকদের।

তারা শুধু ছবি তুলছিলেন না– তারা রক্ষা করছিলেন ইতিহাস, সত্য আর ন্যায়ের নথি।

এই আন্দোলনের হৃদস্পন্দনকে যারা লেন্সের ভেতর ধরে রাখেন, তারাও ছাত্রসমাজের এক অদৃশ্য মিছিলের অংশ।

তাদের সাহসিকতায় লেখা হবে আগামী দিনের পাঠ্যবই, যেখানে থাকবে–

'প্রেস কার্ড হাতে যারা সত্যকে তুলে ধরেছিল, তারাও ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একেকজন যোদ্ধা।

মেধা না কোটা–চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব

৬ জুলাই, প্রধান ফটকের সামনে হাজারো ছাত্র একত্রিত–বুকভরা রাগ, হাতে পতাকা, পিঠে লেখাঃ "কোটা না মেধা, মেধা মেধা"।

কোটা বহাল রাখার উচ্চ আদালতের রায় তারা মানেনি, কারণ তা জনগণের আশাভঙ্গ।

এই রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তারা বলে–আমরা তো রায় দেই রাজপথে, রক্তে লেখা হয় গণআদালতের সিদ্ধান্ত।

ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী–তোমরা আদালতের চেয়ারে বসে কুৎসিত হুকুম দাও, কিন্তু এই বিপ্লবীরা আদালত বসায় রাস্তায়, যেখানে প্রশ্ন উঠে–কে সত্যের পক্ষে?

এই যুদ্ধ মেধার, এই যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রহসনের বিরুদ্ধে।